এ কভু সামান্য নহে পুরুষ প্রধান।
এখনে আমার যে হ'তেছে ব্রহ্মজ্ঞান।।
নলিয়া, জামালপুরে হ'য়েছিল 'বার'।
সেই হরি ওড়াকান্দী হ'ল অবতার।।
নলিয়া যখন 'বার' হইল বিখ্যাত।
মুখের কথায় কত ব্যাধি সেরে যেত।।
ততোধিক রূপে এই হরি বর্তমান।
মরা গরু বাঁচে মরা দেহে পায় প্রাণ।।
ইতিপূর্ব্বে 'বার' হ'ল সফলাডাঙ্গায়।
সফলাডাঙ্গার 'বার' হরিচাঁদ পায়।।
হরি এসে হরিদাসে আবির্ভূত হ'লে।
মরা হীরামনে হরি তাই সে বাঁচালে।।
নলিয়া যে 'বার' মোর মনে হেন লয়।
সেই 'বার' এসেছিল সফলাডাঙ্গায়।।
তারপর সেই 'বার' হরিদাস পায়।
বেশীদিন থাকে হেন বিশ্বাস না হয়।।'
মৃদুভাবে হেসে হেসে হীরামন বলে।
'চিনেও চিনিতে নারে দুরদৃষ্ট হ'লে।।
দেশে এসে হীরামন গৃহধর্ম করে।
এক ছেলে হ'ল তার কিছুদিন পরে।।
প্রভু আজ্ঞা নারী ঋণ শোধ হলে পরে।
ত্যজিয়া সকল কার্য্য হরিনাম করে।।
সবে বলে এ কেন বাঁচিয়া এল দেশে।
মরিলেই ভাল হ'ত এই সর্ব্বনেশে।।
দিবসেতে ঘরে থাকে দ্বার বন্ধ করি।
ঝুঁকি ঝুঁকি গায় গুণ বলে হরি হরি।।
নিশাভাগে থাকে যোগে গিয়া সে শ্মশানে।
কখনে কি করে তাহা কেহ নাহি জানে।।
হীরার রমণী যত মেয়েদিগে কয়।
তোমরা না জান উনি রাত্রে কোথায় রয়।।
কোথা যায় নিশীথে না থাকে মোর কাছে।
কার সঙ্গে যেন ওর গুপ্তপ্রেম আছে।।
সব নারী বলে হীরামনের নারীকে।
তুই কেন দেখিস্ না কোথা গিয়া থাকে।।
যখন উঠিয়া যায় টের যদি পা'স্।
অলক্ষিতে তুই ওর সাথে সাথে যা'স্।।
তাই শুনি সেই ধনি জাগরিতা রয়।
যখন সে হীরামন শ্মশানেতে যায়।।
লুকাইয়া পিছে পিছে সঙ্গে সঙ্গে গেল।
দেখিলেন পতি গিয়া শ্মশানে বসিল।।
গৃহে এসে সেই নারী সকলে ব'লেছে।
'শ্মশানেতে থাকে ওরে ভূতে পাইয়াছে।।'
শেষ রাত্রে হীরা এসে ডাকে ঘনে ঘনে।
তার নারী জাগরিতা ডাক নাহি শুনে।।
ঘুচাইতে দ্বারে হীরামন মারে লাথি।
তবু দ্বার ছাড়িল না সেই দুষ্টামতি।।
হীরামন শান্ত মন র'ল বাহিরেতে।
সে ধনির ছিল এক বালক কোলেতে।।
সকালে হইল ব্যাধি দিন গত হয়।
শ্বাসবদ্ধ মৃত্যু হ'ল সন্ধ্যার সময়।।
সবে বলে হীরামনে 'পাগলামী কর।
মরিয়াছে পুত্র তব পা'র যদি সার।।
নহে এই ছেলে ল'য়ে ওড়াকান্দী যাও।
যে মতে বাঁচিলে তুমি সে মতে বাঁচাও।।'
সে কথা শুনিয়া হীরামন গৃহে গেল।
গৃহদ্বার বন্ধ করি যোগেতে বসিল।।
কেমনে সারিব পুত্র মনেতে ভেবেছে।
যোগ বলে প্রাণ দিব বাঁচে কি না বাঁচে।।
এত বলি হরি বলি প্রহরেক পরে।
ছেলের জীবন দিতে মাথা চেপে ধরে।।
হীরামনের রমণী কহিছে তাহারে।
'মরা ছেলে রাখ কেন ফেলে এস ওরে।।'
মুখ কাছে মুখ দিয়া দেহে দিব প্রাণ।
বালকের মুখ যবে করিছে ব্যাদন।।